Rvjwb m¤ú‡`i cvgvY¨ `wjj

সাজিয়া আফরিন

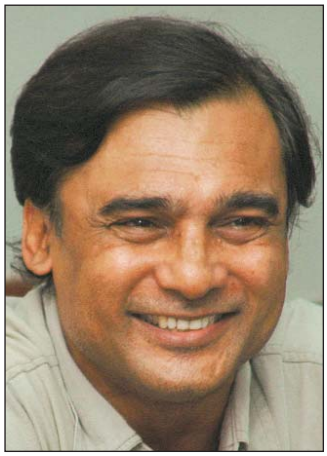

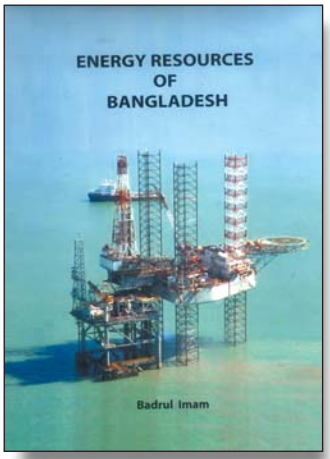

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ড. বদরুল ইমামের লিখিত 'এনার্জি রিসোর্সেস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক পুস্তকটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, খনিজ তেল তথা বাণিজ্যিক জ্বালানি সম্পদের ওপর বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ একটি সুপাঠ্য সংকলন। বইটির মুখবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান যথার্থই মতপ্রকাশ করেছেন যে, এটি দেশের জ্বালানি সম্পদের ওপর মূল্যবান রেফারেন্স দলিলের অভাব পূরণ করবে। প্রকৃতপক্ষেই এটি সত্য যে, দেশের গ্যাস সম্পদ, কয়লা সম্পদ, তেল সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বা এগুলোর উন্নয়নে চলমান কার্যক্রমের অধিকাংশ বিষয়ই সরকারি ও বিদেশী কোম্পানিদের ফাইলে বন্দি হয়ে থাকে। ড. বদরুল ইমাম এসব তথ্যকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে বিপুলভাবে সাহায্যকারী ভূমিকা রেখে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। আর এ সম্পদটি নিয়ে মাঝেমধ্যেই সৃষ্টি হয় বিতর্ক, অনিশ্চয়তার আশঙ্কা।

W. e`i“j Bgvg I Zvi Rvjwb welqK Mš’

কখনো বা গ্যাস সম্পদ রপ্তানি করা বা না করার বিষয়টি থাকে বিতর্কের কেন্দ্রে, আবার কখনো গ্যাসকূপে দুর্ঘটনা দেশের সংবাদসমূহের শিরোনাম হয়ে থেকে যায় কিছু দিন। বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের মজুদ কত, গ্যাসক্ষেত্রসমূহের প্রকৃতি কি রকম, আরো কত গ্যাস পাওয়া যেতে পারে, বর্তমান মজুদের ওপর কতো দিন নির্ভর করা যায়, গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ কি কি বা আরো কি কি হতে পারে, দেশের গ্যাস চাহিদা বর্তমানে কত, ভবিষ্যতেই বা কত হবে ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আর সাম্প্রতিক গ্যাস দুর্ঘটনা সবারই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেন হয় এ দুর্ঘটনা, কে এর জন্য দায়ী, কত বা কি ক্ষতি হচ্ছে এ দুর্ঘটনাসমূহে-এ প্রশ্ন আজ সবারই। ড. ইমাম তার বইটিতে এ সমস্ত বিষয় পর্যাপ্ত তথ্যসহকারে উপস্থাপন করেছেন। গ্যাস রপ্তানি বিষয়ের সঙ্গে দেশের গ্যাস মজুদ, বর্তমান চাহিদা ভবিষ্যৎ চাহিদা ও সামগ্রিক জ্বালানি নিশ্চয়তার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। এ সমস্ত তথ্য উপস্থাপনের প্রচুর নকশা ও ছক ব্যবহারের ফলে বিষয়সমূহ সহজভাবে বোধগম্য হয়ে ওঠে।

গ্যাস সম্পদ ছাড়াও দেশের অপর জ্বালানি কয়লা ও খনিজ তেল সম্পদের ওপরও বিস্তারিত অধ্যায় রয়েছে। কয়লা সম্পদের বহর, মজুদ, প্রকৃতি ও ব্যবহার বিষয়ে তো বটেই, বর্তমানে নির্মিত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বিষদ বিবরণ পাওয়া যায় বইটিতে। এ ছাড়াও দেশের অন্যান্য কয়লা মজুদসমূহের ওপর বিষদ আলোচনা বইটিতে যথার্থই তথ্যবহুল করে তুলেছে।

জ্বালানি সম্পদের অবস্থান, আহরণ ও ব্যবহার ক্ষেত্রে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান এক প্রধান ভূমিকা রেখে থাকে। লেখক ড. বদরুল ইমাম একজন ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহকে সহজভাবে উপস্থাপন করে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন বইটির প্রথমার্ধে। এ বিষয়ের সঙ্গে জ্বালানি সম্পদের অবস্থান ও আহরণের যে সম্পর্ক তা পাঠককে অবহিত করে তিনি বিষয়টি সহজবোধ্য করেছেন বৈকি। জ্বালানি সম্পদের ওপর এ রকম তথ্যভিত্তিক বইটি লেখার জন্য অধ্যাপক ড. বদরুল ইমামকে ধন্যবাদ।

এনার্জি রিসোর্সেস অব বাংলাদেশ
লেখক : **ড. বদরুল ইমাম**
প্রকাশক : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
মূল্য : ২৫০ টাকা
প্রকাশকাল : জুন-২০০৫

জীবন থেকে নেয়া

সেলিম মাহমুদ

ঠিক আত্মজীবনী নয়; লেখকের জীবনকথাও নয়; ইতিহাসকারের সমকালীন ইতিহাসের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ মূল্যবান দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, লেখকের ডায়েরি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ব্যক্তি নিজেকে ও নিজের চারপাশকে অদ্ভুত নির্মোহভাবে চিত্রিত করেছেন।

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মোঃ আনিসুর রহমান তাঁর শৈশব থেকে শিক্ষাজীবন, শিক্ষক জীবন, প্রবাস জীবন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত স্মৃতিচারণা ও ডায়েরিনির্ভর রচনা একত্রিত করে সাহিত্যগুণপনায় 'পথে যা পেয়েছি' প্রথম পর্ব সংকলিত করেছেন।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আছে 'উন্মেষ', 'হার্ভার্ড'-এ আড়াই বছর', 'ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিন বছর', 'আবার আমেরিকায়', দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে 'রাওয়ালপিন্ডি', 'জয় বাংলা'!', 'বিস্ফোরণের সাথী, তারপর পলায়ন', তৃতীয় অধ্যায়ে আছে 'ভারতে', ' আমেরিকায়', 'স্বাধীনতা'।

গ্রন্থের শুরুতেই আমরা পরিবার থেকে বহুজনের মোঃ আনিসুর রহমান হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে তথ্য তালাশ চালাবো।

১. 'আমার বংশ পরিচয় ও পারিবারিক শাসন হিসেবে একটু বর্ণনা হয়তো আমার চরিত্র গঠন ও জীবনের বিশেষ গতিপথ বুঝতে সহায়ক হতে পারে।

আমার দাদা মুনসী জয়নুল আবেদীন ময়মনসিংহের (বর্তমানে নেত্রকোনা) কেন্দুয়া থানায় কাউরাট গ্রামের গৃহস্থ ছিলেন। তিনি আশপাশের গ্রামের মক্তবের মাস্টার হিসেবে

কাজ করতেন এবং নিজের গ্রামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। ফারসিতে তার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ফারসি ছাড়া বাংলা উর্দুও পড়াতেন। তাঁর দশ ছেলেমেয়ের মধ্যে আমার আব্বা মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান (হাফিজ) ছিল দ্বিতীয় সন্তান এবং সর্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র...

একবার রমজান মাসে হাফিজ রোজা রেখে ময়মনসিংহ থেকে গ্রামে বত্রিশ মাইল পাড়ি দিয়েছিল একদিনেই। প্রত্যেক ক্লাসেই ফার্স্ট হয়ে উঠতে থাকে হাফিজ।'

('বংশ পরিচয় ও চরিত্র গঠন'/পৃষ্ঠা-১৬,১৭)

২. 'অন্যদিকে হেয়ার স্কুলে ক্লাস ফাইভে একটি হিন্দু ছেলে ফার্স্ট হয়েছিল বলে স্কুলের দুইজন মুসলমান শিক্ষক বাসায় ফিরবার সময় ট্রামে আমার পাশে এসে বসে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে বলতে থাকলেন 'তপন কেন ফার্স্ট হবে'... বড়োদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তখন বেশ একটা সিরিয়াস চেতনা হিসেবে নানা বেঁধে গিয়েছিল।'

(প্রাগুক্ত/পৃষ্ঠা-১৯)

৩. 'কিশোর বয়সে চরিত্র গঠনে কামরুল ভাই (মরহুম শিল্পী কামরুল হাসান)-এর 'মুকুল ফৌজ'-এর বিশেষ অবদান ছিল।'

(প্রাগুক্ত/পৃষ্ঠা-২২)

৪. 'অর্থনীতিতে অনার্স নিয়েছিলাম আব্বার ভীষণ ইচ্ছা দেখে, ... নিজের বাসনা ছিল ইংরেজী সাহিত্য নেবার।'

(ইকনমিক্স-সাংবাদিকতা-ইকনমিক্স/পৃ-২৩)

৫. 'আগেই বলেছি সংগীতের দিকে আমার ঝোঁক ছিল বংশগতভাবেই। আমার নানা-নানীর দিকে অনেকেরই সুকণ্ঠ ছিল। নানা ও ছোট মামা বেজায় সুন্দর গান করতেন বাসাতেই খালি গলায়। প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগম আম্মার খালাতো বোন।'

('সংগীত-সাধনা' /পৃষ্ঠা-২৬)

৬. 'রবীন্দ্রনাথ নাকি মানুষের অন্তরের গহন বনের সব লতাপাতা নিবিড়ভাবে চিনেছিলেন। আর সবই নাকি ধরা আছে তাঁর অসাধারণ সব গানের বাণীতে। তাই তো তাঁর গানের বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই জীবনটা আমার কেটে গেল, অর্থনীতি ভাজবার তেমন সময় পেলাম না।'

('তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও'/পৃষ্ঠা-৩৩)

৭. গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের '১ এপ্রিল : সীমান্ত পার' লেখায় পাওয়া যায়- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সীমান্ত পার হয়ে আগরতলা পৌঁছে আগরতলা সার্কিট হাউসের ধবধবে সাদা বিছানার কাছে গিয়ে বর্তমান লেখক একরাশ বিস্ময় ও প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

'মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়িয়েছিলাম সেই সাদা বিছানার সামনে যেন জীবনের একটা গভীরতম প্রশ্নের সম্মুখীন আমি যে প্রশ্ন হয়তো সমস্ত মানবজাতির কাছেই এমনি গভীর একটা প্রশ্ন প্রলোভনের সামনে এলে 'সর্বহারা' কী করবে? সত্যিকারের সর্বহারার উত্তর সেই দিক, আমি নকল সর্বহারা আমার উত্তর এক মুহূর্ত পরেই দিলাম- ক্ষণস্থায়ী সর্বহারার জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সমাজের এই গভীর বিভক্তিকে এবং তাতে নিজের উঁচু তলার আসনকে স্বীকার করে নিয়ে একটা মাটির

ইনপুট-আউটপুট থিয়োরির জন্মদাতা ওয়াসিলি লিয়নথিয়েফ্ বলতেন: 'বেশি পড়ো না। অন্যের লেখা বেশি পড়লে নিজে চিন্তা করবার সময় কখন পাবে? তুমি যত কম অন্যের লেখা পড়বে ততো বেশি অন্যে তোমার লেখা পড়বে!'

দলার মতো শুভ্র আয়েশের উপর লুটিয়ে পড়লাম।'

('১ এপ্রিল : সীমান্ত পার'/পৃষ্ঠা-৯৯ ১০০)

অর্থশাস্ত্রের জটিল ও সূক্ষ্মতম তত্ত্ব ও মারপ্যাঁচ থেকে সাত সমুদ্র তের নদী দূরত্ব রচনা করে এটিকে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের দর্শন ও মৌলিক জিজ্ঞাসা বললে অত্যুক্তি নিশ্চয় হবে না।

৮. পরবর্তীতে আমরা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'স্বাধীনতার যাত্রা কোন্ পথে?' রচনায় উল্লিখিত পথের সন্ধান ও তাতে লেখকের দৃঢ় সমর্থন খুঁজে পাই।

'তাজউদ্দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গীকারের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এবং একটি আত্মগর্বিত সমতাবাদী সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার পথে পা বাড়ান। তাঁর দুটি পদক্ষেপের সুস্পষ্ট পরিচয়- একটি তাঁর অর্থনীতি, যাতে তিনি দেশের সর্বোচ্চ আয়-সীমা বেঁধে দেন মাসিক গড়ে সাতশ' টাকা ও থাকবার উপযুক্ত একটি বাসস্থান; আর একটি তার এই দৃপ্ত ঘোষণা যে জাতির যত কষ্টই হোক যে সব দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল তাদের কারো কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য নেয়া হবে না। এই ঘোষণা দুটি অনেকের মতো আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছিল।'

('স্বাধীনতার যাত্রা কোন্ পথে?'/ পৃষ্ঠা-১৩৮)

অবশ্য পরক্ষণেই গ্রন্থকারকে হতাশ হতে হয়, যখন দেখেন: 'কিন্তু তাজউদ্দিনের এই নীতি টেকে নাই। হয়তো বাংলাদেশ র‍্যাডিক্যাল পথে পা বাড়াচ্ছে বলেই পশ্চিমা শক্তিবর্গ পাকিস্তানের ওপর চাপ দেয় শেখ মুজিবকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য। শেখ মুজিব ছাড়া পেয়ে প্রথমে লন্ডনে আসেন, এবং সেখানেই ঘোষণা দেন যে এখন থেকে যে সব দেশ বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে তাদের সকলের কাছ থেকেই বাংলাদেশ সাহায্য গ্রহণ করবে।'

(প্রাগুক্ত/পৃষ্ঠা-১৩৯)

৯. সাহিত্যে যেমন, তেমনি অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ নিয়ে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের আগ্রহ বেশ পরিলক্ষিত হয়। অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীদের সান্নিধ্যধন্য মোঃ আনিসুর রহমানের এ বিষয়ে মন্তব্য: 'পল স্যামুয়েলসন পরে ইকনমিক্স-এ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। সোলোও পান। জোন রবিনসন পাননি, অনেকে বলে তিনি র‍্যাডিক্যাল ছিলেন বলে। সত্যিই তো আজ পর্যন্ত কোনো র‍্যাডিক্যাল ইকনমিস্ট নোবেল প্রাইজ পাননি।' ('অসিযুদ্ধ: কেম্ব্রিজ বনাম কেম্ব্রিজ' পৃষ্ঠা-৪৪)

'পথে যা পেয়েছি' গ্রন্থে লেখক অর্থনীতি কি- এ প্রসঙ্গে ইকনমিক্স অপ্রতুল সম্পদ ম্যানেজ করার বিজ্ঞান (এটাকে 'অর্থশাস্ত্র' বলে কে অনুবাদ করেছেন জানি না, এটা ভুল অনুবাদ) - এমন চমৎকার মন্তব্য করেছেন।

১০. মোঃ আনিসুর রহমান তাঁর জীবনে ও পথের সঞ্চয়ে বহু মনীষীর দেখা-সাক্ষাৎ পেয়েছেন। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা: হার্ভার্ড জীবনে লেখকের শিক্ষক নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ওয়াসিলি লিয়নতিয়েফ্, ডেভিড বেল, রবার্ট ডর্ফম্যান, আলফ্রেড মেসন, পাপানেক, কেম্ব্রিজের জোন রবিনসন, পল স্যামুয়েলসন, নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন, রবার্ট ম্যাকনামারা, রবার্ট গাইস, ড. অশোক গুহ, অর্জুন সেনগুপ্ত, রেহমান সোবহান, ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ, সিদ্দিকুর রহমান ওসমানী, ড. ইরফানুল হক ছাড়াও অর্থশাস্ত্র জগতের বাইরের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, তাজউদ্দিন আহমদ, এয়ার মার্শাল নূর খান, ড.খান সরওয়ার মুরশিদ, মুনীর চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, মোখলেসুর রহমান (সিধুভাই), শিল্পী কামরুল হাসান, জাহেদুর রহিম, কলিম শরাফী, মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, সন্‌জিদা খাতুন, তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী প্রমুখ। ছাত্রদের নাম এনেছেন: ইফতিকার আহমদ, আবু আবদুল্লা, মহীউদ্দীন আলমগীর ও শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ।

'পথে যা পেয়েছি'-এর বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ডের দু'জন অসাধারণ শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন লেখক। এঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ফিলসফি তখনকার ছাত্র মোঃ আনিসুর রহমানের মনে রেখাপাত করেছিল।

ইনপুট-আউটপুট থিয়োরির জন্মদাতা ওয়াসিলি লিয়নথিয়েফ্ বলতেন: 'বেশি পড়ো না। অন্যের লেখা বেশি পড়লে নিজে চিন্তা করবার সময় কখন পাবে? তুমি যত কম অন্যের লেখা পড়বে ততো বেশি অন্যে তোমার লেখা পড়বে!'

('পড়বে কম, ভাববে বেশি'/পৃষ্ঠা-৩৭)

সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি লেখকের কমিটমেন্ট পাঠকের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। গ্রন্থটির নান্দনিক-মূল্যও কম নয়।

পথে যা পেয়েছি
লেখক : মোঃ আনিসুর রহমান
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০২
প্রকাশক : এ্যাডর্ন পাবলিকেশন
প্রচ্ছদ: সমরজিৎ রায় চৌধুরী
মূল্য : ১৩০ টাকা মাত্র